বিষের মধ্যে সমস্ত শোক

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

বিষের মধ্যে সমস্ত শোক

ভেবেছি এই আলোর মধ্যে ঢোকাবো সেই অন্ধকারের
কীট পতঙ্গ। সারাজীবন, ভেবেছিলাম আলোর মধ্যে
ঢোকাবো সেই প্রতিচ্ছবি, ভেবেছিলাম আলোর মধ্যে
ঢোকাবো সেই প্রতিচ্ছবি।

কে যে তোমায় মনে রাখলো? ভিতর-বাহির সমস্ত দিন
কে যে তোমায় মনে রাখলো? অন্তরে সেই প্রতিচ্ছবি !

দ্যাখো, একটু ঘুরে দাঁড়াও, আয়নাতে তার দরজা আছে
রাজাই সে তো ময়ূরবাহন, অন্তত এক পাগলা গাছের
রাজা সে তো ময়ূরবাহন।
মদ খেয়েছি, এমন তাতে ছিলো তেমন ময়ূরবাহন
মদ খেয়েছি ছেলেবেলায়
দুর্গানামও দেখেছি ঠিক
মদ খেয়েছি ময়ূরবাহন
কিন্তু সে তো একলা আমার
আমার ভিতর সেই ছেলেটির মধ্যে ছিল ময়ূরবাহন
এক বাটি মদ, সঙ্গে সঙ্গে, এক বাটি মদ সঙ্গে সঙ্গে
খেয়ে, একটু ভিরমি খেয়ে দেখেছিলাম ময়ূরবাহন
তারপর তার সঙ্গে এবং আসঙ্গে এই সমস্ত স্থির
খেতাম, আমি অল্প খেতাম, তারই সঙ্গে সমস্ত দিক
ভূয়োদর্শী বেজায় আগুন, তারপরে সেই আগুনে ঠিক
আর কিছু সব ঘুরে আনার।
এখন আমার বৃদ্ধ বয়েস, খাইনা আমি সঠিক আগুন
এই মুহূর্তে ঝগড়া করো, ঝগড়া মানে সমস্ত বিষ
আমার মধ্যে ঝগড়া করো বিষের মধ্যে সমস্ত শোক
কী শোক আছে তোমার কাছে? তোমার আছে সমস্ত বিষ
এখন আমার বৃদ্ধ বয়েস, খাইনা আমি সঠিক আগুন
আগুনে আজ রোদ পোহাচ্ছি, আগুন মানে শীতল আগুন
দেরে দেরে দ্রিম দেরে দেরে দ্রিম

BANGLADARSHAN.COM

ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্
দেরে দেরে দ্রিম
তাহ'লে এই রাত পোহাতে আমি পাবোই চাঁদের আলো
দেরে দেরে দ্রিম
আর কিছু নয় আত্মরক্ষা
দেরে দেরে দ্রিম
আর কিছু তো আমার, কিন্তু আমার মানেই স্বাস্থ্যরক্ষা!

কিছু তো জানিনা, শুধু হাত ধরো হেমন্তের বুকে
যতোদূর চলা যায়, সে আমাকে দেবে না প্রত্যক্ষ
অভিমান, সে আমাকে সম্পূর্ণ নেভাবে
যতোই আগুন আমি তুলে দিই তার বক্ষোচূড়ে,
সে আমাকে একান্তে নেভাবে!

শোনো আমার সামান্য চুল, তুমি আমার মধ্যে থাকো
বলেছিলাম, অসুখ হয়নি, অসুখ তোমার কেবল একার
তোমাকে তাই বলেছিলাম, তুমি আমার মধ্যে থাকো,
থাকলে না তা, পুড়িয়ে ফেললে, ও সুন্দরী সমস্ত দিক
পুড়িয়ে ফেললে, রাখলে কিছু আমার বড়ো শোভন হ'তো
পুড়িয়ে ফেললে, সমস্ত দিক।

একই মৃত্যু ! আমি তো প্রত্যক্ষ দেখেছি–
ভরে না ইন্দ্রিয়ে, এই বাজুবন্ধ কোথায় মেলায়?
মৃত্যু, তা কি মৃত্যুতেই শেষ হয়? জানি না কোথায়?
কার রূঢ় অগ্নি থাকে, অগ্নিতে কি সমস্ত মেলায়?

মেলায় বাঘের সঙ্গে ঘা মেরে বিস্তর,
শুধু কি বাঘের ডাক শুনেছিলে তুমি?
বাঘের সঙ্গেও আছে সন্ধ্যার প্লাবন,
প্লাবনের বাঘ সে তো খুব সুস্থ নয়!
সারাদিন ধরে এক বিসর্জন আমায় ধরেছে?
তার থেকে মুক্ত নই, কিন্তু আমি যেখানে তা পাই
মুক্তি পাই, বিসর্জন আমাকে ধরেছে।

BANGLADARSHAN.COM

অথচ উন্মুক্ত শান্তি চাই আমি বিষণ্ণ দরোজার
চাবি পড়লো, বলা হলো, এ তোমার দরোজা নয়, শোনো
অন্য কোন দরোজার সামনে এসে দুহাত পেতেছো
এ তোমার দরোজা নয়!
জানি আমি দু হাত পেতেছি। নিজের বাড়ির সামনে দুহাত পেতেছি।
খোলা হয়নি। এতো মদ্য। এতো পদ্য চার হাত ঘুরিয়ে
এতো পদ্য! চার হাত পাতিনি!
মদ্য ছিলো এতো, সে তো ভুবন মোহন
মদ্য ছিলো এতো সে তো ঋতুরঙ্গস্বামী।

আনন্দবাজারে আছি, এসেছিনু যেভাবেই আসে
অবশ্য সুখাদ্য ছিলো, তাতে আমি কলুষ হাতের
স্পর্শ না দিয়েই শুধু বলেছিনু, এখানে হাতের
স্পর্শ নয়, বলেছিনু, এখানের সমস্ত সময়
আমার এ-ওড়াউড়ি সে-ই দিকে যাবার সময়
হয়নি। ওদিকে যাওয়া, বিশেষত আমি অঘ্রানের
সন্তান, সেহেতু হয়নি এখনো সে যাবার সময়
অঘ্রানের মাঠে একটু ঝিনুক সাজাই প্রাণমন!
সেও তো অঘ্রানে নেবে, সেও তো অঘ্রানে ফেলে দেবে।
কী পাংশু এ-মাতৃমুখ, শুধু আমি দুহাতে ছোঁয়াবো,
এক বাটি আগ্নেয়কে, তাতে ক্ষতি হয়েছে কখনো?
খেয়ে তুই সুস্থ থাক—মা বলেছিলেন আমাকে
এমনও কি, তোর যদি মন্দে হয় ভালো!

ভালো তো কিছুতে নেই, এতো মদ, বিছানার কালো,
ঘোচাতে পারবে না যদি, তুমি কেন সুমুখে দাঁড়ালে
মদ এতো, বিষণ্ণতা, এ মুহূর্তে আমি তার পিছে
সে-মুহূর্তে আমি নিচে, সে মুহূর্তে সর্বক্ষণ নিচে।

দিন দুরন্ত, রাত তো মোহর,
আমার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখো
অবিকলের উদাস সিঁড়ি, ভিতরে তার এক্‌লা থাকো
সব তো আমার চেনাশোনা, অন্তরে তার যথেষ্ট দিন

BANGLADARSHAN.COM

থাকলে থাকো, এবার বাঁকো, ভিতরে থাক একটা সিঁড়ি।
সেই সিঁড়িতে বসবে বলে এসেছো ওই দয়ার অধিক
এক চুমুকে পান করো এই বিষের বাঁধন, নিরম্বু বিষ,
এই তো তোমার বয়ঃসন্ধি, পাঞ্জাবিতে ঠিকরে আলো
পড়ছে বুড়োর গায়ের মধ্যে, সেই তোমারি নতুন জহর॥

BANGLADARSHAN.COM

এখানে জন্মের

এখানে জন্মের কিছু দাগ রয়ে গেছে
অত্যন্ত সহজ জলে, রেললাইনে আর
পেয়ারা বনের ফাঁকে, সবেদার গাছে
এখানে জন্মের কিছু দাগ রয়ে গেছে।
কীভাবে উঠেছে সিঁড়ি? এপাশে আঁতুড়
অন্যদিকে সিঁড়িঘর সটান উঠেছে
তন্নিষ্ঠ ছাদের গায়ে নতুন আলিশ
যে গ্যাছে সে কিছুই দেখেনি
দেখেনি বলেই গ্যাছে, গ্যাছে বলে সুসন্তান সব
একযোগে বাড়িঘর ধুয়ে-মুছে, সাফ করে রেখেছে
সে এমন ছিলো, সে তো নগদে বিক্রয় করতো ঢিল...
গ্যাছে বলে বাঁচা গেছে, এ প্রজন্ম ক্ষমা ভিক্ষা করে।

BANGLADARSHAN.COM

তোমার কেমন লাগে?

তোমার কেমন লাগে চাঁদ?
জঙ্গলের অন্তর্গত ফাঁদ–
কী লাগে, কেমন করে লাগে
এলোমেলো হাওয়া আর ধুলো
এবং বিধ্বস্ত চুলগুলো
তোমার কেমন লাগে চাঁদ

চাঁদের কলংক, নোনা হাওয়া
যদি পাও, সেই ফিরে পাওয়া
এলেমেলো হাওয়া আর ধুলো
এবং বিধ্বস্ত চুলগুলো
তোমার কেমন লাগে চাঁদ–
চাঁদের কলংক, নোনা হাওয়া?

BANGLADARSHAN.COM

এমনভাবে কেউ ডাকে না

হারিয়ে যাবার অনেকগুলি পথের ছিলো নেমন্তন্ন।
জংলা সুঁড়ি পথগুলো সব লতার মধ্যে লুকিয়ে রাখছে
মুখচ্ছিরি দারুন। কেমন আলো-ছায়ায় বাঘের মতো!
হারিয়ে যাবার অনেকগুলি পথের ছিলো নেমন্তন্ন।

এমনভাবে কেউ ডাকেনা, কেউ ডাকেনা এমন করে–
শিখর থেকে সেগুন রেণু বাতাস লেগে পড়ছে ঝড়ে;
বুকের উপর, মুখের উপর মউলগন্ধ পড়ছে ঝরে;
এমনভাবে কেউ ডাকেনা, কেউ ডাকেনা এমন করে!

BANGLADARSHAN.COM

ছুঁয়ে যাচ্ছে

ছুঁয়ে যাচ্ছে মাথা, গাছের পাতা–শিরিষ পাতায়।
ঢেকে যাচ্ছে মাথা আমার কী আলস্যে–
সবুজ বৃষ্টিভেজা পাতায় ঢেকে যাচ্ছে আমার মাথা
কী আলস্যে!

আকাশ ভরে আছে মেঘে
পাতার ভিতর বাতাস স্নেহে
বয়ে যাচ্ছে নিরুদ্বেগে, পরিহাস্যে
তার আমার তো কথাই ছিলো
পরিবেশেই প্রকাশিলো, অনৌদাস্যে–
ছোঁয়ার পরম অর্থ আছে
হোক না ছোঁয়া শিরিষ গাছের
সরল ভাষ্যে
বোঝার যা সব বুঝেই নিলো
তার আসার তো কথাই ছিলো
এসেছে সে।
ছুঁয়ে যাচ্ছে মাথা গাছের পাতা–শিরিষ পাতায়।
ঢেকে যাচ্ছে মাথা আমার কী আলস্যে,
সবুজ বৃষ্টিভেজা পাতায়, ঢেকে যাচ্ছে আমার মাথা
কী আলস্যে!

BANGLADARSHAN.COM

বিবাদ

ভালোবাসা নিয়ে কত বিবাদ করেছো!

এখন, টেবিল জোড়া নিবন্ত লণ্ঠনও
সহনীয়।
অনুভূতি। সবজির মতন
বিকোয় না হাটে।
হাত কাটে,
না রক্ত পড়ে না।
বিভীষিকা!
দুচোখের পক্ষও নড়ে না।
প্রজড় পিণ্ডের মতো আছো–
আজই
বিবাদ করেছো,
ভালোবাসা নিয়ে কিছু বিবাদ করেছো,
কাতর পাথর মিছু বিবাদ করেছো!

BANGLADARSHAN.COM

অন্ধকারে

অন্ধকারে, বনের আড়ালে খেলা
খেলা চলছিলো, মেলা চলছিলো বনে
বনের আড়ালে,
কুক্কুট-কুক্কুটী নিয়ে লড়াই চলছিলো
হাটে, মাঠে অন্ধকারে লড়াই চলছিলো,
মানুষ মানুষী নিয়ে লড়াই চলছিলো,
মানুষ কখনও জেতে, কখনও মানুষী।

অন্ধকারে, বনের আড়ালে, মাঠে, খেলা
চলছিলো,
সেই খেলা থেকে ওঠে আগুন সহসা
সহসা সে-খেলা শেষ হয়॥

BANGLADARSHAN.COM

তোমায় আমি ভোগ করেছি

শুনেছি, খুব অসুখ তোমার,
শুনেছি খুব যাবার সময় তোমার কাছের
একটু-আধটু প্রেম-নিবেদন করবে পাছে
তাই বলেছি, বয়ঃসন্ধি।
তাই বলেছি শক্ত গাছের, কাছেই ছিলে,
এতই নতুন, বলেছি তাই বয়ঃসন্ধি।
জানতে না তো ভালবাসায় শেষ করেছি
সারা সকাল দুপুর এবং অবশ্যও
সন্ধ্যার ও-মন্দিরে তোমার সহস্রবার
আমি বিপুল ভোগ করেছি। তোমায় বিনা...
কিন্তু, এ তো কেউ জানে না
তোমায় আমি ভোগ করেছি, তোমায় বিনা।

BANGLADARSHAN.COM

শুয়ে পড়ো

শুয়ে পড়ো, কষ্ট আর পেও না উৎসবে
উৎসব তোমাকে চায়, তীব্র ও সুতীক্ষ্ণ এক মোহ
তোমায় নিয়েই শুধু জট্‌লা করে, ছাড়াতে পারে না
এই বেড়া, বেড়াজাল, কাঁটাতার এবং অক্ষর
অক্ষর নিয়েই ওরা জটলা করে ভোর থেকে রাতে!

BANGLADARSHAN.COM

ক্লাসরুম ঘুরে আসি

ক্লাসরুম ঘুরে আসি, ভেঙে গেছে সে পাহাড়চুড়ো
দূর থেকে শুনে আসি জলপ্রপাতের স্নিগ্ধ ধ্বনি
বুদ্ধিরাম ঘণ্টিঅলা, জানি না সে বেঁচে আছে কিনা
তছনছ ইস্কুল, আজ এক নতুন বসেছে।
বসেছে ইস্কুল তার পরিপাটি দরজা খিলান
আমার পুরনো মঞ্চ ভেঙে গেছে, সংযত রয়েছি
শুধু আমি।
নতুন বক্তৃতা মঞ্চে, আমি আজো তোমার আপন
পুরনো জাঙাল থেকে আজ এক শ্মশানে পৌঁছাবে
বয়েস পঞ্চমে কেন জাঙালে গিয়েছে সারারাত
পরিত্রাণহীন পিতা অন্তর্জলি গিয়েছে সেখানে!

BANGLADARSHAN.COM

বয়ঃসন্ধি

বয়ঃসন্ধি, কাপড় ছিঁড়তো ভোরবেলাতেই
এতো এমন বয়ঃসন্ধি কাপড় ছিঁড়তো ভোরবেলাতেই
না যদি সে পোহাতো রাত, দুহাতে তার আগলে বসে
আল্‌সে বা ছাদ যেখানে থাক্‌ দুহাতে এক নখের জব্দ
করে মারতাম আধকপালে, কুমারী সেই ভোরবেলাতেই
তখন, সে তো বয়ঃসন্ধি, দুহাতে দুই কঠোর মিনার
ভাঙতে-ভাঙতে শায়া-সেমিজ টুকরো হতো দশ নখরে
আসলে এক বয়ঃসন্ধি, থাকতো বলে তাকে মানায়
এই উড়ন্তচণ্ডীপনা, আসলে সেই বয়ঃসন্ধি!

BANGLADARSHAN.COM

সন্ধে হয়ে এলো

সন্ধে হয়ে এলো, আজ, এ বাড়ির থেকে যেতে হবে
কেউ তো কোথাও নেই, যদি আসতো এ-বৃদ্ধবয়সে
দেখতাম তাদের মুখপানে চেয়ে কেউ আছে কি না
সেদিনের স্মৃতি নিয়ে ঘরে বা ছাদের পরবাসে

সামনে ইস্টিশন, আর মাস্টারেরও বাড়ি আছে দূরে
রেলস্টেশনের মতো উপদ্রুত আর কিছু নেই
যার কোলে-পিঠে উঠে মানুষ হয়েছি সর্বক্ষণ
সে চোখে দ্যাখে না আজ, গায়ে হাত বোলায় নির্বোধে!
আমি যে কতটা বুড়ো হয়ে গেছি যে আজই আপন

মধ্যযমুনার টান বাঁধে ও সংস্কার মুক্ত করে
প্রেম-ভালোবাসা ছিলো মুঠোর ভিতরে তৎক্ষণাৎ
কী ক্ষতি তাদের যদি দেখতে চাই এ বুড়ো বয়েসে
আত্মযন্ত্রণার মতো কষ্ট আর কিছুতেই নেই
আমি পরিষ্কারভাবে বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই আজো।

BANGLADARSHAN.COM

পাতার অসুখে

পাতার অসুখে পোকা কেঁদে-কেঁদে ফেরে
বাগানের অন্ধকারে, আমি টের পাই
পোকাদের কান্না বুঝি, আমি টের পাই
কখন কেন বা কাঁদে সুখের পোকারা?
খিদে পেলে কাঁদে আর কষ্ট পেলে কাঁদে,
কাঁদে না পোকারা কোনো চরম আহ্লাদে।
অন্ধকারে কাঁদে ওরা, আলোকে কাঁদে না,
অদৃশ্য শৃংখলে যেন ওদের বাঁধে না–
কষ্ট হয়।

BANGLADARSHAN.COM

নির্জনতা ভালো

নির্জনতা ভালো, কিন্তু কতটুকু ভালো?
বনের ভিতর যাও, থাকো কিছুদিন
ঘাস পাতা খাও, কিছু ফুল খাও
শুয়ে থাকো হিম
অন্ধকারে, ঘুমঘোরে শিকড়ের পরে–
দিন যাবে।
কিন্তু, তা কী করে যাবে? দিনরাত্রি নেই–
এই বন স্থির হয়ে বহুক্ষণ আছে।
কিছুদূর থেকে ঐ কোলাহল
ভেসে আসে কানে
ঝর্না ভেঙে পড়ে থাকে বাতাসের গানে–
নির্জনতা ভালো, কিন্তু কতটুকু ভালো?

BANGLADARSHAN.COM

নিজস্ব অন্তরে

জলের ভিতর একটি দুটি ঝিনুক এসে নাচে
একটি দুটি ফুল ফুটেছে বনের সকল গাছে।
মন ভালো নেই, বন ভালো নেই, ঝর্না ছিলো ফাঁকা
কোথাও কিছু ভুল হয়েছে আমার মনে রাখায়।
তাই পৃথিবী যথেষ্ট নয়। যৎসামান্য দিয়ে
আমার চোখের সম্মুখে যায় তক্ষুণি হারিয়ে–
অনেকগুলি পথ রয়েছে, একটি সবার জানা
সেই সকলের পথটি ধরে আমার যেতে মানা।
বারণ, কেন করে?
মন ভালো নেই, বন ভালো নেই, নিজস্ব অন্তরে।

BANGLADARSHAN.COM

কার্নিশে বেড়াল

পুড়েছে সহাস্য ধূপ
ধোঁয়ায় আবিল ল্যাম্প-পোষ্ট
কলকাতার গলি
সেই মরচে-পড়া ছড়ের মতন
ধারাবাহিকতাময়
সেখানে কি সুর বাজে?
ছুঁচ দিলে নিঃসাড় বুনুনি–
ফিসফাস, সোঁদরের কাঁটাঝোপে
নখ টানে
যেমন মাটির
দাগের উপরে মড়া
তেমনই পা চেপে
নামে সন্ধ্যা
একা
হলুদ সাঁতার
কার্নিশে বেড়াল
খসে পড়ে ফুলটুসি
বৃষ্টি ও প্লাস্টার
সাতসমুদ্র কলকাতার জলে
শব্দ হয় প্রাণপণ, রেডিও-বিস্তৃত অকুস্থলে॥

BANGLADARSHAN.COM

কলকাতা কার্জন পার্ক

কলকাতা কার্জন পার্ক
দুপুরের মেট্রো জ্বলে ধু ধু
ময়দান শিকড় থেকে
রস টানে ভিখারিনী বধূ
জীবনের জটলার ঘানি
এদেশে যথেষ্ট পরিমাণই
সব স্তরে–
মুখ ঢাকে কলকাতা খবরে॥

BANGLADARSHAN.COM

আবার তুফান ঝড়

আবার তুফান ঝড়–চতুর্দিকে জ্বলে,
আগুন সাঁতরায় তার কালের কম্বলে,
আবার তুফান ঝড়-চতুর্দিক জ্বলে।

নিশ্চিন্ত নিষ্প্রাণ হয়ে ছিলো এতকাল,
এখন হয়েছে এক বিভ্রান্ত অকাল।
উড়িয়ে-পুড়িয়ে ক্ষার হয়েছে জঞ্জাল,
নিশ্চিন্ত নিষ্প্রাণ হয়ে ছিলো এতকাল।

আবার তুফান ঝড়–চতুর্দিক জ্বলে॥

BANGLADARSHAN.COM

মানুষের মধ্যে

মানুষের মধ্যে আছে যে-মানুষ
তার খোঁজে বেড়িয়ে পড়েছি।
কতশত জনপদে ঘুরে এসে দেখেছি তাদের
সহনশীলতা ক্ষমা, রোষমুক্তি এবং অনেক বর্ণচ্ছটা।
আমি মানুষের মধ্যে ত্যাগ ও তিতিক্ষা ছাড়া
অন্য কিছু দেখিনিতো আজো।
মুক্ত হয়ে বসে আছি সেই মানুষের মধ্যে, যার
আজো ভালবাসা আছে, বয়ে যায় ক্ষীরের মতন।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥